মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিচালিত এক অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানের মালিকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা সহ জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল কসমেটিকস পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার আমঝুপি ও চাঁদবিলে কসমেটিকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অভিযান পরিচালিত হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিমের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এসময় আমঝুপি বাজারে মেসার্স হালিমা স্টোর নামক একটি কসমেটিকসের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিকস সহ আমদানিকারকের স্টিকার বিহীন অবৈধ কসমেটিকস পাওয়া যায়। পুর্বে সতর্ক করার পরও মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শিহাব উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই ভাই কসমেটিকসকে শিশুদের নকল জনসন এন্ড জনসন তেল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে মালিক আহসান হাবিবকে ৪১ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল ভেজাল কসমেটিকস পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা সহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অভিযানে; গ্রেফতার ০১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ১০০০ (এক হাজার) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ (এক) জন গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার(ডিবি) অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্ব সোমবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এসআই(নিঃ) সুমন্ত বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার এসআই(নিঃ)মুহিদ হাসান, এএসআই(নিঃ) বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এএসআই(নিঃ) মোঃ আবেদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা থানাধীন হঠাৎপাড়া (আনোয়ারপুর) গ্রামস্থ মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা-মৃত সোনা মিয়ার মুরগির ফার্মের সামনে রেললাইনের উপর হতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা এলাকায় হতে আসামি আব্দুল হাদি ওরফে হাদি (৩১), পিতা-আব্দুল মান্নান, সাং-ঝাঁঝাডাঙ্গা (বেলেমাঠপাড়া) গ্রেফতার পূর্বক তার হেফাজত হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ১০০০ (এক হাজার) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার পূর্বক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ও মদসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের পৃথক অভিযানে চোলাই মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রবিবার দিবাগত রাতে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে কামালপুর ও পারকেষ্টপুর গ্রাম থেকে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

আটকৃতরা হলেন- পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত ইফতেখারুল কাওনাইনের ছেলে সুষম কাওনাইন (৩৬)। এছাড়াও যশোর কোতয়ালী থানার খোলাডাঙ্গা ধর্মতলা এলাকার দুধ কুমার বিশ্বাসের ছেলে বিপুল কুমার দাস (২৮), চুয়াডাঙ্গার মুক্তিপাড়ার সুবল সর্দারের ছেলে শুভ্রদেব (২৫), আলমডাঙ্গা উপজেলার আলিহাট নগরের মহির উদ্দিনের ছেলে ফরিদ হোসেন (৩২)। পৃথক অভিযানে ৩শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২৫ লিটার চোলাই বাংলা মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার কামালপুর গ্রামে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে। এমন গোপন সংবাদ পায় পুলিশ। তথ্যের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় কামালপুর গ্রাম থেকে সুষম কাওনাইনকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৩শত পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এদিকে, শনিবার মধ্য রাত ১১ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের পারকেষ্টপুর হতে আলমডাঙ্গায় চোলাই মদ পরিবহনের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশ। এসময় পারকেষ্টপুর ব্রিজ নিকট পুলিশ চেকপোস্ট বসায়। দ্রুত গতির এ্যাপাসি আরটিআর মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। তাদের নিকটে থাকা ২৫ লিটার চোলাই মদ ও একটি ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করে।

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা

জীবননগরে আলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান,চালিয়ে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করেন জীবননগর সহকারী কমিশনার (ভুমি) তিথি মিত্র। এ সময় তিনি বলেন,ফ্রি রোগী দেখার নাম করে সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন করে রোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন মোটা অংকের টাকা বিভিন্ন সিন্ডিকেট এর মাধ্যমে তিনি এই কাজ করেন।

কিন্তু রাশেদ চেম্বার করার কথা থাকলেও অভিযানের কৌশলে তিনি সটকে পড়েন। কনসালটেন্সি সেন্টারের নাম করে নিবন্ধন নিলেও প্রতিদিন বসেনা কোন কনসাল্টেন্ট। কনসালটেন্ট সেজে দিনের পর দিন সাদা কাগজের প্রেসক্রিপশন।কনসালটেন্টের চেয়ারে বসে রাশেদ নিজেই। কিন্তু আজ অভিযান পরিচালনার সময় পাওয়া যায়নি ডি এম এফ ডাক্টার রাশেদ। এটাও এক প্রকার প্রতারণার শামিল বলে ধরনা করছে সাধারন রোগিরা।

এ অভিযানে সহযোগীতা করেন জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আর এম ও মুস্তাফিজুর রহমান সুজন, সেনেটারী ইনস্পেকটর আনিসুর রহমান, ভূমি অফিসের কর্মকর্তা সহ জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান চালান পুলিশ।

ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার আদালতের পারোয়ানভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান; দুটি হোটেলে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের পৌর এলাকার হাউসপুর দুটি হেটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ওই দুটি হোটেলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গার ভোক্তা অধকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার হাউসপুরে দুটি হোটেলে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোংরা ও অন্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ২০০৯এর ৩৮/৪৩ ধারায মেসার্স মন্ডল মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার ও মেসার্স মহুয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই মেজবাসহ একদল পুলিশ ফোর্স।

গাংনী ও মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ ও চুরির অভিযোগে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ৫টি পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে রবিবার থেকে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিসি।

নিত্যপণ্য ডিম, আলু ও পেয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকায় গত বৃহস্পতিবার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা, আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬

টাকা, দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল ১৫৯ থেকে ১৬৯ টাকা, চিনি ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু গতকালও মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া মহল্লার দোকানগুলো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এসকল পণ্য।

জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় পাইকারিতে বড় বাজারে এলসি পেয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা,দেশি পেয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, চিনি ১৩০ টাকা, সয়াবিন তেল ১৭০ টাকা লিটার, পামওয়েল ১৪৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের
ব্যবসায়ীরা

পাড়া মহল্লার মুদি দোকানে এলসির পেয়াজ ৮০টাকা, দেশি পেয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, ডিম আকার ভেদে ৫২ থেকে ৫৪ টাকা হালি, চিনি ১৩০ টাকা কেজি, সয়াবিন তেল ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকা লিটার ও পামওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

বড়বাজারের আলু ও পেয়াজের পায়কারী ব্যবসায়ী সিরাজ বানিজ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সিরাজ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে বেশি দামে ক্রয়কৃত মুজুদে থাকা পণ্য বিক্রি করে শেষ করতে। সরকার নির্ধারিত মুল্যে নতুন সবজির চালান রবিবার থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার কাচাবাজারে ক্রেতা আরিফুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ

করে বলেন, ‘সাধারন চাকুরি করি। বর্তমান বাজারে সংসারের চাহিদা মেটাতে যেয়ে বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয় ভেঙে চলতে হচ্ছে। ‘

হোটেল বাজারে মুদি দোকানে আসা ক্রেতা শামিম বলেন, বর্তমান বাজারে প্রতিটি পন্য আড়ত থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে আসতে মূল্য ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যায়। এগুলো দেখার কেউ নেই। আর নিউজ করে কি করবেন। দু’এক দিন লোক দেখানো অভিজান হবে। এরপর আবার বাজার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার করতে আসা রিক্সা চালক আব্দুল মালেক ক্ষোভের সাথে বলেন,’ সারাদিন রিক্সা চালিয়েও এখন দুইবেলার খাবারের যোগান হয়না। ব্যবসায়িরা এতো খারাপ, ওরা ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ করে।’

বড় বাজারের সবজি দোকানী মন্টু বলেন, আমার পাইকারি আড়তেই নির্ধারিত দামে মালামাল পাইনা। তাহলে ঐ দামে বিক্রি করবো কিভাবে।

মল্লিক পাড়ার মুদি দোকানি টোকন বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে আড়ৎ থেকে পণ্য কিনে এনে আমার দোকানে বিক্রি করি। আড়ৎ মূল্যের সাথে পরিবহনের খরচ থাকে। এর পর হয়তো পণ্যভেদে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা লাভ হয়। আসলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মহাজন ও পাইকারি পর্যায়ে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামিম হাসান বলেন, ‘ বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে পন্য বিক্রয় করা সহ দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়কৃত পণ্যের ভাওচার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলাপ্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান; ব্যবসায়ীদের জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তর আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে এসময় ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় তুষার ডিম হাউজের মালিক হাজী নজরুল ইসলামকে ১০০০ টাকা,কার্পাসডাঙ্গা কাঁচাবাজারে তাইফুর রহমান কে ৫০০ টাকা ও বগা মন্ডলকে ৫০০ টাকা বকুল হোসেন’কে ৫০০ টাকা সহ মোট ২৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, নাজির সাখাওয়াৎ হোসেন, রফিকুল ইসলাম সহ কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন প্রতিটা ব্যবসায়ীকে মূল্যতালিকা টাঙিয়ে রেখে ব্যবসা করতে হবে এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে পন্য বিক্রি করলে আইনের আওতায় আনা হবে আলুর নির্ধারিত দাম ৩৬ টাকায় খুচরা বাজারে বিক্রি করতে হবে পেয়াজ ৬৫ টাকার উপরে বিক্রি করা যাবে না তিনি বলেন।

আরো ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম সহ আনসার বাহিনী।

আলমডাঙ্গায় মাদক দ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান : একজনকে কারাদন্ড

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামের শুভ রহমান (২৮) নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে আসামীকে তার বাড়ি থেকে গাঁজাসহ আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারে তাকে সাজা দেয়া হয়।

সাজাপ্রাপ্ত আসামী শুভ রহমান জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া পূর্বপাড়ার ইয়াজউদ্দিন কালুর ছেলে।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিনসহ জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানেকালে শুভ রহমানকে তার নিজ বাড়ি থেকে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়। আটকের পর এক্সিকিউট ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২শ’ টাকা জরিমানা করেন।